দৈনিক ইত্তেফাক

APR. 04 2002

শিহাবের হত্যাকান্ড ও খুনীদের শাস্তি

গত মঙ্গলবার দৈনিক ইত্তেফাকসহ অন্যান্য জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে একটি চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক ঘটনা। রাজধানীর সবুজবাগ থানা এলাকায় ২০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে খন্দকার শিহাব আহমদ নামে সপ্তম শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রকে প্রথমে অপহরণ পরে হত্যা করা হয়। অপহরণকারীরা প্রতিবেশী বয়সে তরুণ। এই ঘটনায় গ্রেফতারকৃত ৬ জনের নিকট হইতে জানা যায়, ক্রিকেট খেলার কথা বলিয়া অপহরণকারীরা শিহাবকে স্কুল গেট হইতে উত্তর গোড়ানের একটি ক্লাবঘরে লইয়া যায়। এই ক্লাবঘরটি গত সংসদ নির্বাচনে ১১ দলের প্রার্থী জুলেখা মৃধার রাজনৈতিক কার্যালয় রূপে পরিচিত। জুলেখার ছোট ভাই রাজু এই হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব দেয় বলিয়া জানা যায়। অপহরণকারীরা গলা টিপিয়া শিহাবকে হত্যা করার পর কয়েকটি ছুরি দিয়া তাহার লাশ টুকরা টুকরা করে। ঐ সকল দেহের টুকরা বিভিন্ন স্থানে লুকাইয়া রাখার পর গত সোমবার পুলিশ অনেকগুলি দেহাংশ হত্যাকারীদের স্বীকৃতি অনুযায়ী উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। নিহত শিহাবের হতভাগ্য পিতা অপহরণের পর ৫২ দিন পর্যন্ত পুত্রকে উদ্ধার করার জন্য নানারূপ প্রচেষ্টা চালান।

শিহাবের হত্যাকান্ডটি একটি সাধারণ হত্যা নহে। নিদারাবাদের ভয়াবহ ও চাঞ্চল্যকর হত্যাকান্ডের পর এইরূপ নৃশংস ঘটনা কমই ঘটিয়াছে। হত্যাকাণ্ডের পরে লাশ টুকরা টুকরা করিয়া স্থানান্তরে লুকাইয়া রাখার মধ্যে যে নৃশংসতার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে উহা অত্যন্ত মর্মান্তিক। অন্যদিকে শিহাবকে হত্যার পর নানারূপ টালবাহানা করিয়া তাহার জন্য মুক্তিপণ আদায়ের প্রচেষ্টা খুনীদের নির্মমতাকে প্রকটভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে। কয়েকদিন পূর্বে মোহাম্মদপুরে একদল সন্ত্রাসী তাহাদের টার্গেটকে খুঁজিয়া না পাইয়া তাহার শ্যালককে হত্যা করিয়া চলিয়া যায়। এই সকল হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়া সমাজের যে প্রতিচ্ছবি ভাসিয়া উঠে, তাহাতে নৈরাজ্য ও অবক্ষয় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আজ দিনে দিনে সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে সামাজিক ভারসাম্যহীনতা চূড়ান্ত রূপ লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ কি? অভিজ্ঞ মহলের মতে আইন-শৃঙ্খলা এজেন্সির একশ্রেণীর লোকের চরম দুর্নীতি, বিচার কার্য বিলম্বিত হওয়া, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, বহু ক্ষেত্রে সবলের চাপে হত্যার বিচার আদৌ না হওয়া, দুর্বহ বেকারত্ব, মাদকের অবাধ প্রসার ইত্যাকার কারণে সমাজে অপরাধ এবং অপরাধ প্রবণতা ভয়াবহ আকারে বাড়িয়া গিয়াছে। আজকাল বহু ক্ষেত্রে বক্তৃতা-বিবৃতি কিংবা সামাজিক শৃঙ্খলা জাতীয় চেতনা তরুণদের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করে না। এই সকল তরুণ সন্ত্রাস-শিল্পকেই নিজেদের অনিবার্য পেশা হিসাবে বাছিয়া লয়। মাদকাসক্তি, ছিনতাই, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধের সহিত যুক্ত হইয়া এক বিরাট জনগোষ্ঠী অন্ধকারের অতলে তলাইয়া যাইতেছে। তাহারা গোটা সমাজ ব্যবস্থাকেই ঐ অতলান্তে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। বেকারত্ব, দারিদ্র্য, হতাশা ইত্যাদি জিয়াইয়া রাখিয়া আর যাহা হউক সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব নহে। সশস্ত্র ও হিংসা-বিদ্বেষের রাজনীতিও সামাজিক হিংস্রতার জন্য কম দায়ী নয়।

শিহাবের হত্যাকাণ্ডে লক্ষ্য করা যায়, যাহারা এই অপরাধের সহিত জড়িত, তাহারা বয়সে নিতান্ত তরুণ। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যায়, দেশব্যাপী কম বয়সী তরুণগণ অপরাধচক্রের সহিত জড়িত হইয়া পড়িতেছে। ইহার একটি কারণ তাহাদের নেশাগ্রস্ততা। টেলিভিশন বা ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে যে সকল ভায়োলেন্সপূর্ণ ছবি তাহারা দেখে, উহাও তাহাদের মন পরিবর্তনে কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্বে ঢাকার বাড্ডা আফলাতুননেছা স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র সোহেলের মৃত্যুর পেছনে তাহার সমবয়সী বন্ধু ও অছাত্র কয়েকজন খুনের দায়ে ধরা পড়ে। ঢাকা মহানগরীর ইলিশিয়ামে ঈশা হত্যাকান্ড গোটা জাতিকে থমকাইয়া দিয়াছিল।

শিহাবের হত্যাকান্ডও অপরাধ চিত্রে একটি নূতন মাত্রা যুক্ত করিয়াছে। এই জঘন্য হত্যাকান্ডের নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নাই। এইরূপ হত্যাকাণ্ডের যাহাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেজন্য খুনী ও অপরাধী প্রত্যেকেরই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিহাবের পিতা স্বয়ং বলিয়াছেন, যে চলিয়া গিয়াছে, সে আর ফেরত আসিবে না। কিন্তু হত্যাকারীদের শাস্তি হওয়া উচিত। বিবেকবান মানুষ মাত্রই যে কোন হত্যার বিচার ও হত্যাকারীর শাস্তি দাবী করিবে। খুনীদের কঠোর শাস্তিই কেবল এইরূপ অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে বলিয়া জনসাধারণ বিশ্বাস করে।